প
রি
ক্র
মা

দুর্লভ মাতৃসত্তা

স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নসম্ভব ইতিহাসের মহাসরণি। সেই সরণির সামনে এক নিভৃতচারিণী তপস্বিনী। অজ্ঞাতকুলশীলা নয়, ভগিনী নিবেদিতা, ক্রিস্টিন ও সুধীরার স্নেহধন্যা, স্বামী সারদানন্দ মহারাজের আশীর্বাদপূতা বালিকা। সবার ওপরে দেখি জগজ্জননী সারদা দেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এই মেয়ে। মা যেন ভাবীকালের নারীদের জন্য এক অনন্য সঞ্চয়পাত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। বলেছিলেন বিদায় নেওয়ার আগে, ''শেষকালে আমার কাছেই তো আসবে মা। তার আগে আমার কিছু কাজ আছে, তা তোমাকে করতে হবে।'' কী কাজের জন্য তাঁর এই নির্বাচন তা স্পষ্ট উচ্চারণ করেননি, ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মাত্র। তাই নিবেদিতার স্কুলে পড়া অনেক খুদে পড়ুয়ার মধ্যে মা এই ছোট মেয়েটির পরিচয় নিয়েছিলেন। ধার্মিক ব্রাহ্মণপরিবার থেকে আসা শিশুকন্যাটির প্রতি অলক্ষে তাঁর স্নেহাশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল। একদিন তাই নিজেই তাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, তাঁর পবিত্র জীবনচর্যার সঙ্গে। পদে পদে মায়ের আনন্দময় সাহচর্যে সরলার তপস্যা শুরু হয়েছিল। স্বামী সারদানন্দজী বুঝেছিলেন সরলার ভাবী জীবনের গুরুত্ব। অনুভব করেছিলেন, মায়ের অনুপম স্নেহদৃষ্টি যেন অন্তর্মুখ মেয়েটিকে বলয়ের মতো ঘিরে আছে। সুদূরপ্রসারিত মায়ের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে তখনই সরলার জীবন সাধারণ নারীর মতো নয়। সে-জীবনের সম্ভাবনা ও ব্যাপ্তি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়ে তাকে স্বামীজীর পরিকল্পিত নারীজাগরণের পথে আলোকবর্ষী জ্যোতিষ্কের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবে—একথা তখন কে-ই বা জানত!

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর মুখে শুনেছিলেন শিক্ষিত ভারতনারীর নতুন রূপনির্মাণ কল্পনা। পাশ্চাত্যের স্বাধীনভাব, সাহসিকতা ও কর্মদক্ষতা নিয়ে আর্যনারী জাগবে। নম্রতা, নিরভিমানিতা অথচ পরিপূর্ণ তেজ নিয়ে—তার মুখ শোভিত আলোকিত হবে অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রভায়। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হবে বেদান্তের মহিমা—ভেদাভেদহীন মহা সমন্বয়ের বাণী। সে-নারী শুধু গার্গী-মৈত্রেয়ীই নয়, উচ্চতর ভাবের বিকাশে সমুজ্জ্বল ত্যাগব্রতী।

স্বামী বিবেকানন্দ বহুদূর কল্পনা করেছিলেন নারীশক্তির নবজাগরণ নিয়ে। যেদিন ১৮৯৮ সালে বাগবাজারে মা ঠাকরুনের চরণে তাঁর চিহ্নিত বিদেশিনী শিষ্যাদের নিয়ে এলেন, সেদিন যেন তাঁর নতুন করে চোখ খুলে গেল। গ্রাম্যবধূ শিক্ষা-দীক্ষা-আভিজাত্যহীন হয়েও অনায়াসে বিদেশিনী মেয়েদের সাদরে গ্রহণ করলেন, তাঁদের সঙ্গে বসে খেলেন। তাঁর আচরণে অতিমাত্রায় অবাক হয়েছিলেন স্বামীজী স্বয়ং। এ কোন শিক্ষার ফল? এ কি সেই বিখ্যাত বাক্যের দৃষ্টান্ত—'উদারচরিতানাম্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'? এই আশ্চর্য উদারতা তো ব্রহ্মবিদ পুরুষের চরিত্রেই সুলভ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গিনী শ্রীমা যে সেই বস্তু—ব্রহ্মজ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসারে রয়েছেন! নারীজাগরণের কেন্দ্রে এবার শ্রীরামকৃষ্ণপূজিতা মহাশক্তিই সক্রিয় হবেন।

স্কুলের ছাত্রী পারুল ভগিনী নিবেদিতা, ক্রিস্টিন ও সুধীরার কাছে জাগতিক শিক্ষা, সৌজন্য ও সর্বাবস্থায় মানিয়ে চলার শিক্ষা পেয়েছিলেন; আর শ্রীমার সাহচর্যে তাঁর চরিত্রে এসেছিল বিবেক, বৈরাগ্য ও পরম ঈশ্বরপরায়ণতা। তাঁর ভাবী জীবন ছিল অনন্যসাধারণ। তাই দেখি, নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে

যাঁর জীবন সেবাদর্শে উজ্জ্বল হতে পারত, তিনি সব ছেড়ে কাশীতে চলে গেলেন তপস্যার জন্য। কোন সাহসে একটি মেয়ে প্রায় আশ্রয়হীন হয়ে পথ চলেছেন? পরে অবশ্য তাঁর একটি ছোটখাট আশ্রয় হয়। কিন্তু দিন চলত কীভাবে? তাঁরই নার্সিং করে পাওয়া টাকা শরৎ মহারাজ জমা রাখতেন। পরে সেই টাকার সুদে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন চলত। একবেলা অন্ন, রাত্রে তারই ফ্যান। শত অভাবেও কোনওদিন তিনি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কাছেও চিৎহাত করেননি। এই শিক্ষাও তিনি শ্রীমায়ের 'স্বল্পে সন্তুষ্ট' জীবনযাত্রা থেকেই পেয়েছিলেন।

বলতে গেলে এ এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত। কামারপুকুরে নুন ছাড়া শাকভাত খেয়ে মা তপস্যা করেছিলেন। তাঁর কন্যার পথও ছিল কঠিন-কঠোর। সরলার জীবনে ছিল চরম পুরুষকার, গভীর তপস্যা ও একনিষ্ঠ একমুখী ভাব। আশ্চর্যের কথা, কঠোরতা ও দৃঢ় সংযম তাঁকে রুক্ষ ও শুষ্ক করেনি। কারণ মায়ের গভীর সান্নিধ্য তাঁকে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং স্নেহ-করুণায় মাধুর্যময়ী করেছিল। তপস্যা প্রথম থেকেই তাঁকে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিল। শরৎ মহারাজ সরলাকে একবার লিখেছিলেন, ''শ্রীশ্রীমার কৃপায় তুমি আনন্দে আছ এবং যাহাকে ধরিলেই কেবল শান্তি পাওয়া যায় তাঁহাকে ধরিতে পারিয়াছ, তোমার পত্রে ঐকথা জানিয়া যোগীন মার ও আমার প্রাণে যে কত আনন্দ হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। যোগীন মা বলিলেন, '... একমনে একপ্রাণে মার সেবা করিয়াছিল বলিয়াই মার কৃপায় সরলার এই অবস্থা হইয়াছে'।''

বহু সাধকের পদধূলিপূত মহাশ্মশান কাশীতে বৈরাগ্যের অনির্বাণ আগুন। সেখানে অগ্নিস্নান করতে যুগে যুগে সমবেত হয়েছেন সাধককুল। সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ সেখানে অবস্থান করেন জীবের মুক্তিদাতারূপে। মা অন্নপূর্ণা পালন করেন কাশীপুরাধীশ্বরী হয়ে। শুধু অন্নভিক্ষা নয়, জ্ঞানবৈরাগ্যের ভিক্ষা দিয়ে জীবকে ধন্য করেন। সরলা দেবীর তপস্যার স্থান সেই বৈরাগ্যে বহ্নিমান কাশী। সেখানেই দীর্ঘ সাতাশ বছর জপ-তপ-ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন ছিলেন শ্রীমায়ের এই চিহ্নিত কন্যা। নিষ্ঠার সরলরেখায় তাঁর জীবনযাত্রা চলত। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে আসত, অবাক হত। সেখানে তাল মিলিয়ে চলা অতি কঠিন। ঝড়-জল-শীত কোনও কিছুই তাঁর নিত্য বিভিন্ন ঘাটে গিয়ে জপ এবং অদ্বৈত আশ্রমে পাঠ শুনতে যাওয়া রোধ করতে পারত না। তাঁকে দেখলে সম্ভ্রম জাগত। শ্রীশ্রীমা যেন নিজের তপের ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর অন্তরে। প্রশান্ত প্রসন্ন গম্ভীর অথচ স্নেহময়ী এই মাতৃশক্তি গোপনে চোখের আড়ালেই থাকতেন।

সময় যখন এল তখন খোঁজ পড়ল—স্বামী সারদানন্দ কোন ভাগ্যবতীকে কৌলসন্ন্যাস দান করেছেন। এরপরের ঘটনাগুলি ভারতীপ্রাণা-মাতাজীর জীবনপাঠকের কাছে নতুন নয়।

কাশীর তপোভূমি ছেড়ে যাওয়ার কোনও ইচ্ছাই তাঁর ছিল না কিন্তু মনে ছিল মায়ের শেষ কথাগুলি। সুতরাং স্বামীজীর চরণছোঁয়া ফুল তাঁরই পরিকল্পিত সঙ্ঘের নেত্রী হলেন। ১৯৫৪-তে হঠাৎই যেন ইতিহাস বাঁক নিল স্বামী বিবেকানন্দের ছকে দেওয়া পথে। ওপারে গঙ্গার পশ্চিমে সাধুদের মঠ, পূর্বে মেয়েদের নতুন মঠ। একই নিয়মে বাঁধা দিনচর্যা।

কালের গতি অব্যাহত। একশো পঁচিশ বছর পরে আমরা ফিরে তাকাচ্ছি এক বিস্মৃতপ্রায় জীবনের দিকে। সেদিন বিজ্ঞাপনের বাহুল্য ছিল না, আত্মপ্রচারও নয়। তবু কালের অতলে তলিয়ে যায়নি এই মহীয়সীর জীবন, যিনি মায়ের সান্নিধ্যে ও আপন অখণ্ড তপস্যায় মারই প্রতিরূপ হয়ে সকলকে নিয়ে ছিলেন। প্রণত হই সেই দুর্লভ মাতৃসত্তার স্মরণে ও মননে।

বন্দনম্

বিবেকানন্দ-শ্রীপাদপদ্মস্পর্শননির্মলম্।
প্রসূনং করসংঘাতৈরলূনং শুদ্ধবালিকা॥
প্রাণাত্যয়োপচরণাদ্ সুপ্রসন্না জগন্ময়ী।
দদৌ তস্যৈ জ্ঞানভক্তিপ্রজ্ঞাবিবেকসৌহৃদম্॥
সারদাসঙ্গসন্দীপ্ত-জ্ঞানবৈরাগ্যপাবকা।
তপশ্চরণশীলা সা কাশীধামনিবাসিনী॥
যুগাচার্য-কল্পিতে তু যুগচক্রপ্রবর্তনে।
নারীমঠ-কর্ণধারঃ সুদক্ষা সঙ্ঘনায়িকা॥
তপস্বিনি মাতৃরূপে করুণাবরুণালয়ে।
প্রাণানাং প্রণতির্মাতঃ প্রযচ্ছ নঃ শুভাং মতিম্॥

সেই শুদ্ধমতি শিশুকন্যা যেন স্বামী বিবেকানন্দের চরণছোঁয়া ফুল—করস্পর্শে অচ্ছিন্ন কুসুমের মতো নির্মল। তাঁর প্রাণপণ সেবায় সুপ্রসন্না জগজ্জননী তাঁকে দান করেছেন জ্ঞান, ভক্তি, প্রজ্ঞা, বিবেক এবং সকল প্রাণীর প্রতি সৌহার্দ্য। শ্রীমা সারদার সঙ্গলাভে তাঁর অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অগ্নি, কাশীধামে থেকে তাই তাঁর তপশ্চর্যা। যুগাচার্যের পরিকল্পিত যুগচক্রপ্রবর্তনে তিনি নারীমঠের কর্ণধার, নবজাত সঙ্ঘের সুদক্ষ অধিনায়িকা। হে আজন্ম তপস্বিনী মা, তুমি শ্রীশ্রীমায়েরই প্রতিরূপ, করুণার সাগর। তোমার চরণে আমাদের প্রাণের প্রণতি জানাই। আমাদের শুভ মতি দান করো।